আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

ওয়াশিংটন ডিসি, ২০৪৩১ যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বাংলাদেশের সাথে বর্ধিত ঋণ সুবিধার (ইসিএফ) আওতায় তৃতীয় পর্যালোচনা এবং ২০১৩ সালের আর্টিকেল-৪ মিশন সম্পন্ন করেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নং ১৩/৩৯২
অক্টোবর ৬, ২০১৩

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একটি মিশন জনাব রড্রিগো কিউবারোর নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর ২২ থেকে অক্টোবর ৬ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল ২০১৩ সালের আর্টিকেল-৪ সংক্রান্ত আলোচনা এবং ২০১২ সালের ১১ এপ্রিলে অনুমোদিত (সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নং ১২/১২৯ দ্রষ্টব্য) ৬৩.৯৯৬ কোটি এসডিআর সম্বলিত তিন বছর মেয়াদী ইসিএফ এর রুটিন মাফিক তৃতীয় পর্যালোচনা পরিচালনা করা (*) । অর্থ মন্ত্রী, অর্থ সচিব, ব্যাংকিং সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, ঊর্ধতন অন্যান্য কর্মকর্তাসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং খাত, শ্রমিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের সাথে মিশন সাক্ষাৎ করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে মিশনের সাথে চমৎকার সহযোগিতা এবং আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য মিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

সফর শেষে জনাব রড্রিগো নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন ঃ

”আইএমএফ-সমর্থিত ইসিএফ ব্যবস্থার আওতায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা জোরদার করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যাতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। সুবিবেচনা প্রসূত আর্থিক ও রাজস্ব নীতিমালা গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রার ভান্ডার ২০১১ সালের শেষের নিম্ন পর্যায় থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করার ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হয়েছে। ইসিএফ ব্যবস্থার আওতায় গৃহীত পরিমানগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সঠিক পথেই রয়েছে এবং ২০১৩ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন মানদন্ড পূরণ করতে পেরেছে। কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন এখন বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের ফলে ব্যাংকিং প্রশাসন ও তদারকির জন্য আইনগত কাঠামো শক্তিশালী হয়েছে।

”অবশ্য, জাতীয় নির্বাচনপূর্ব অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সরবরাহের বিঘ্ন ঘটিয়ে এবং বিনিয়োগ প্রবণতা খর্ব করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত করছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ রাজস্ব বছরে (জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৪) দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৬ শতাংশের নিচে চলে যেতে পারে। যদিও অর্থনীতির বাহ্যিক খাতের অবস্থা দৃঢ়, তবু রপ্তানি আয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার অন্তঃপ্রবাহ (রেমিটেন্স) শ্লথ হয়েছে। ফলে, দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারে নিম্নমুখী ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। অর্থনীতিতে সম্ভাব্য ধাক্কার অভিঘাত প্রশমনের জন্য দৃঢ় নীতিমালার সংরক্ষণ প্রয়োজন।

"ইসিএফ এর তৃতীয় পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য পরিমানগত লক্ষ্যমাত্রা এবং নীতিমালার বিষয়ে মিশন এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্টাফ পর্যায়ে সমঝোতা হয়েছে। আলোচনা ও সমঝোতাসমূহ আবর্তিত হয়েছে এ যাবত কালে অর্জিত সাফল্যসমূহ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং দারিদ্র্য হ্রাসের উদ্দেশ্যকে ঘিরে ঃ

- **সুবিবেচনা প্রসূত রাজস্ব নীতি বজায় রাখাঃ** ২০১৪ রাজস্ব বছরে বাজেট ঘাটতির (অনুদান বাদে) লক্ষ্যমাত্রা দেশজ উৎপাদনের ৪.৩ শতাংশে সীমিত রাখতে কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সামাজিক ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজস্ব আদায় জোরদার করবেন। এ লক্ষ্যে, রাজস্ব বোর্ডে লোকবল নিয়োগ এবং সম্প্রতিকালে আয়করের ক্ষেত্রে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিআইএন) প্রদানে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেশন) পদ্ধতি প্রবর্তন একটি স্বাগত পদক্ষেপ। সাহায্যদাতা সংস্থাগুলির আর্থিক সহায়তায় সময় মত নতুন মূসক ব্যবস্থার জন্য তথ্য প্রযুক্তির উপকরণ আহরণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ যোগানে উপযুক্ত নিরাপত্তা এবং বিবরণ উপস্থাপনে (রিপোর্টিং) স্বচ্ছতা নিশ্চিৎ করার উদ্দেশ্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম ক্ষমতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা নিরসনে সরকার সচেষ্ট হবেন। এ ছাড়াও, উৎকৃষ্টতর লক্ষ্য নির্ধারণ (টার্গেটিং) এবং অধিকতর স্বচ্ছতা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমের প্রভাব ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

- **ঋণ ব্যবস্থাপনা জোরদার করাঃ** অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির (স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্ নন্ কনসেশনাল লোন) মাধ্যমে অনমনীয় বৈদেশিক ঋণ আহরণের জন্য সম্প্রতিকালের সংস্কারগুলি স্বাগত। সার্বিক ঋণের পরিমান সীমিত রেখে নমনীয় (কনসেশনাল) বৈদেশিক ঋণের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ এবং অধিকতর ব্যয়বহুল ঋণ উচ্চ সামাজিক রিটার্ণ সমৃদ্ধ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করতে ঋণ সমঝোতার ক্ষেত্রে উন্নততর নজরদারী বিশেষ সহায়ক হবে।

- **আর্থিক খাত শক্তিশালী করণঃ** রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্ পোক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যাপক ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, যাতে সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদত্ত অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ক্ষমতা সহায়ক হবে। উক্ত পদক্ষেপগুলিতে উল্লেখ্য ব্যাংকগুলোতে শক্তিশালী কর্পোরেট গভরনেন্স, ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বলবৎ করা এবং তার সাথে ক্রমান্বয়ে মূলধন পুনর্ভরণের ব্যবস্থা।

- **প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণ এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনঃ** বাণিজ্য সংরক্ষণ হ্রাস, ক্রমশঃ কাস্টমস্ পদ্ধতিগুলো অধিকতর সচলায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ শিথিল করণ ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নয়ন সহযোগী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শ্রমিক সংঘ এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের কর্ম পরিবেশ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করণের জন্য সরকারের পরিকল্পনাকে মিশন সাধুবাদ জানায়। এ পদক্ষেপগুলো টেকসই, দৃঢ় এবং অর্ন্তভূক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য, বিশেষ করে, পোশাক শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

”স্টাফ পর্যায়ের সমঝোতা আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং নির্বাহী বোর্ডের পর্যালোচনা সাপেক্ষ। নির্বাহী বোর্ডের পর্যালোচনা সম্পূর্ণ হবার পর, যা ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে সম্পন্ন হতে পারে বলে আশা করা যায়, ৯.১৪ কোটি এসডিআর (প্রায় ১৪.০৫ কোটি মার্কিন ডলার) বাংলাদেশের জন্য ছাড় করা হবে। এতে মোট ছাড়ের পরিমান দাঁড়াবে ৩৬.৫৭ কোটি এসডিআর (প্রায় ৫৬.২৩ কোটি মার্কিন ডলার)।

(*) আর্টিকেল অব্ এগ্রিমেন্ট এর আর্টিকেল-৪ এর অধীনে আইএমএফ সদস্য দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে। এই উদ্দেশ্যে একটি দল (মিশন) দেশটি সফর করেন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং দেশটির কর্মকর্তাদের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেন। সফর শেষে তাঁরা একটি প্রতিবেদন তৈরী করেন যা নির্বাহী বোর্ডে আলোচনার ভিত্তি প্রদান করে। আলোচনা শেষে নির্বাহী পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের মতামতের একটি সার সংক্ষেপ তৈরী করেন এবং সেই সার সংক্ষেপটি সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়।